International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.11-18
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.10.issue.05W.002

সমাজ সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে চার্লস হার্টন কুলে

ড. পৌলোমী সাহা
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, মুজাফফর আহমেদ মহাবিদ্যালয়, সালার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

American Sociologist, Charles Horton Cooley was an eminent sociologist of contemporary sociology. He had enriched sociology through numerous social research. Cooley influenced by the pragmatic Philosophy of William James and John Dewey. He was also influenced by German psychology and Darwinism. In this paper, some theories of C. H. Cooley has been discussed. These are- organic Evolution, Primary Group and Looking Glass self.

Cooley's organic Evolution was different from spencer's organic Evolution. Here Cooley first highlighted on the complex relationship of individual and society. Cooley first depicted about "Primary Group." According to him, Primary Group is the base of Society. Codey elaborated about the features of Primary Group. In this paper, secondary Group by Cooley also has been discussed. Lastly, Cooley's theory of Looking - Glass-Self was another important theory. In his book "Human Nature and The Social Order", his theory about self has been discussed. Cooley analysed his theories through different social research. His scientific approach and Logical mentality have been explored through his Looking Glass-self theory. In the present paper, the theory of CH. Cooley has been narrated. Cooley is memorable to us through his writings. Modern Sonological theory cannot repudiate his powerful thinking and systematic writings.

Keywords: Social, Self, Organisation, Sociability, Relationship.

আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক চার্লস হর্টন কুলে (Charles Horton Cooley) সমসাময়িক সমাজ তত্ত্বের একজন উল্লেখযোগ্য পথিকৃৎ। তাঁর বিভিন্ন গবেষণার দ্বারা তিনি সমাজতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কুলে এবং মিড (Mead) উভয়েই ব্যক্তির আত্ম এবং ক্রিয়াকে (self and activity)ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁদের মতে ব্যক্তি হলো পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত একজন সক্রিয় প্রতিনিধি। কূলে, মিড ও মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েড (Freud)- এঁরা তিনজনেই আত্মদর্শন বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। তবে ফ্রয়েডের তত্ত্ব থেকে কুলের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ফ্রয়েড মূলত ব্যক্তিমনের অবচেতন দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অপরদিকে কুলে ও মিড ছিলেন উইলিয়াম জোন্স ও জন ডিউয়ির প্রায়োগিক দর্শন

(Pragmatic Philosophy), জার্মান মনস্তত্ত্ব ও ডারউইন দ্বারা প্রভাবিত। এরা উভয়েই ছিলেন বিংশ শতকের আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক। কুলে সমাজতাত্ত্বিক হারবার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) সামাজিক বিবর্তনবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া গোথের (Goethe) দর্শন এবং এমারসনের (Emerson) রোমান্টিসিজমও তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তিনি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৯১ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।

চার্লস হার্টন কুলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর গবেষণার পরিধি ছিল ব্যাপ্ত। তবে সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির জন্যই তিনি মূলত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জীবনী: চার্লস কুলে আমেরিকার মিশিগান প্রদেশের অ্যান আরবর (Ann Arbor) শহরে ১৮৬৪ সালের ১৭ই আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা টমাস কুলে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ছিলেন এবং মিশিগান সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ছিলেন। কুলের মাতা ছিলেন মেরী এলিজাবেথ হর্টন। বস্তুত কুলের পরিবার আদতে ছিল নিউ ইংল্যান্ড এর বাসিন্দা। তাদের পরিবার কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল। টমাস কুলে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এবং সামাজিকভাবে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্য মিশিগানে এসে বসবাস শুরু করেন। চার্লস কুলে ছিলেন টমাস কুলের ছয় সন্তানের মধ্যে চতুর্থ। তিনি শৈশবে রুগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত কুলে প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন। তিনি ছেলেবেলায় লাজুক স্বভাবের ছিলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে তার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তিনি একাকী বিভিন্ন বইপত্র পড়ে সময় কাটাত। কুলের কথা বলায় কিছু সমস্যা ছিল এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ।

কুলের কলেজ জীবন সাত বছর পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। এর কারণ ছিল তার অসুস্থতা। কুলে ইন্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন যদিও এ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে তার ছিল না। তিনি ইতিহাস দর্শন ও অর্থনীতি নিয়ে চর্চা করেছিলেন। ১৮৯০ সালে কুলে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব নিয়ে স্নাতক হন। ১৮৯৪ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল হিউম্যান ইকোলজি। এবং তাঁর গবেষণাপত্রটি হল "The Theory of Transportation"। ১৮৯২ সাল থেকে চার্লস কুলে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। কুলে আমেরিকান সোশিয়লজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Sociological Association) এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অষ্টম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। চার্লস কুলে ১৮৯০ সালে এলসি জোন্সকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপকের কন্যা। বিবাহিত জীবনে তাঁরা সুখী দম্পতি ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা ও উৎসাহ পেতেন। যার ফলে কুলে সফল ভাবে তার গবেষণার কাজ করে গেছেন। তার তিন সন্তান ছিল। তারাও গবেষণার কাজে কুলেকে সাহায্য করত। অধ্যাপক কুলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছু গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন

১) Human Nature and The Social Order (1902);
২) Social Organisation (1909);
৩) Social Process (1918)।

১৯২৮ সাল থেকে কুলের ভগ্ন স্বাস্থ্য হতে শুরু করে। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে তাঁর ক্যান্সার ধরা পরে এবং এর দুই মাস পর ৮ই মে ১৯২৯ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমাজতত্ত্বে অবদান: চার্লস কুলে সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। এর প্রতিফলন হিসেবে আমরা তাঁর বিভিন্ন তত্ত্বগুলির কথা বলতে পারি। সমাজতত্ত্বে কুলের অবদান প্রসঙ্গে জৈব বিবর্তনবাদ, আত্মদর্শন ও প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কে তাঁর কাজগুলির কথা আলোচনা করা হল।

জৈব বিবর্তনবাদ (Organic Evolution): কুলের সামাজিক চিন্তাধারা তাঁর সমাজতাত্ত্বিক তথ্যকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি সামাজিক জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি ধারণার উল্লেখ করেন। এগুলির মধ্যে একটি হলো জৈব বিবর্তনবাদ ও অপরটি হলো সমাজ প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক, নৈতিক এবং উন্নতিশীল। সমাজের জৈবিক প্রকৃতিটি সম্পর্কে যদিও স্পেন্সার তাঁর "Social Physic "এর মাধ্যমে; সিমেল তাঁর " Sociability -এর মাধ্যমে এবং ডিউয়ি তাঁর সামাজিক জীবনের জৈবিক গুণাবলী প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন, তবুও কুলের ব্যাখ্যা ব্যতীত এটি সম্পূর্ণতা পাচ্ছিল না। কুলে সর্বপ্রথম ব্যক্তি ও সমাজের জটিল সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন। তাঁর ভাষায় ব্যক্তি যেমন একা বেঁচে থাকতে পারে না তেমনি সমাজও ব্যক্তি ব্যতিরেকে অবস্থান করতে পারে না। কুলে বলেন একাকী ব্যক্তি "isolated person" এবং ব্যক্তিহীন সমাজ "non- individual society"- এর ধারণা একটি হেঁয়ালিপূর্ণ বিভ্রম। এরা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যক্তি ছাড়া সমাজ এবং সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। ব্যক্তি ও সমাজের এই পারস্পরিক সম্বন্ধর দিকেই সমাজের জৈবিক দিকটি নির্দেশ করে থাকে। কুলের মতে ব্যাক্তি ও সমাজ একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদি আমরা বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে স্বীকার করি, তাহলে আমরা দেখব যে এদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক জৈবিক সম্পর্ক (Organic Relation)। ব্যাক্তি মানবসমগ্র থেকে পৃথক নয়, বরং তার একটি জীবিত সদস্য। অপরদিকে সমাজ প্রত্যেক ব্যাক্তির উপর নির্ভরশীল। যেমন বলা যায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় যদি সমগ্র (Whole) হয়, তবে তার সদস্য হল ছাত্র, শিক্ষক, অফিসের কর্মচারী ইত্যাদি। প্রত্যেক সদস্য প্রত্যেকের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে সমগ্রর অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখে চলেছে। কুলের ভাষায়,

> "If we say that Society is an organism, we mean… that it is a complex of forms of processes of which in living and growing by interaction with the others, the whole being so unified that what takes place in one part affects all the rest. It is a vast tissue of reciprocal activity."

অর্থাৎ "আমরা যদি বলি যে সমাজ একটি জীবদেহের ন্যায় তবে এটি বোঝায় যে এটি একটি জটিল পদ্ধতিবিশেষ যার সাথে অপরের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে; এটা এতটাই সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় থাকে যে একটি অংশে কোনরূপ ক্ষতিসাধন হলে সমগ্র অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি হলো পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি বৃহৎ সূত্র"।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানী ও বিশেষত স্পেন্সারের থেকে কুলের জৈবিক বিবর্তন তত্ত্ব পৃথক ছিল। স্পেন্সারের ন্যায় কুলে জৈবিক সাদৃশ্যবাদের (Organic Analogy) কোনো তত্ত্ব নির্মাণ করেন নি। চিন্তাবিদ কুলের মতে প্রত্যেক ব্যাক্তি হল "fresh organisation of life" যার মধ্যে দ্বৈতভাবে তাঁর অতীত সমাজজীবন ও জীনগত বংশপঞ্জী থাকে। এই সামাজিক প্রেরণের (social transmission) মধ্যে ভাষা, পারস্পারিক আদানপ্রদান, প্রত্যেক ব্যাক্তির তার নিজস্ব সময় ও সংস্কৃতি অনুযায়ী শিক্ষা নিহিত থাকে। সুতরাং জৈব বিবর্তন হল ব্যাক্তি ও সমাজ উভয়ের মধ্যে একটি সৃজনশীল অন্তরপ্রবাহ। তাঁর মতে সমাজ হল

একটি মানসিক সত্ত্বাসমূহের একটি ঘনভাবে সংযুক্তিকরণ, যার মধ্যে সত্ত্বাসমূহ পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করে থাকে। কুলের ভাষায়

> "Society is an interweaving and interworking of mental selves"

কুলের মতে জৈব বিবর্তন হল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি সৃজনশীল পারস্পরিক ক্রিয়া। তাই কুলে বলেছেন যে সমাজ তত্ত্বের মূল কাজ হল সমাজের জৈবিক প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। যদি সমাজতত্ত্ব সমাজকে বুঝতে চায় তবে এর উচিত যারা সমাজ গঠন করে সেসব ব্যক্তির মানসিক ক্রিয়াকে ভালো করে জানা। কুলের কথায়,

> "The imaginations people have of one another are the solid facts of society… Society is a relation among personal ideas."

অর্থাৎ "সমাজের যথার্থ অর্থ হল এই যে প্রত্যেকটি মানুষের একে অপরের সম্পর্কে একটি কল্পনা বা ধারণা থাকে। সমাজ হল এ সমস্ত ব্যক্তিগত ধারণার পারস্পারিক সম্পর্ক।"

প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group): চার্লস কুলে সর্বপ্রথম প্রাথমিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেন। প্রাথমিক গোষ্ঠী হল এক ধরনের সামাজিক সংগঠন (Social Organisation)। কুলের মতে প্রাথমিক গোষ্ঠী হল সমাজের ভিত, সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রকৃতি গঠনে যেমন- আদর্শ, ভালোবাস, প্রেম, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের চাহিদা ইত্যাদিতে প্রাথমিক গোষ্ঠী সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

কুলে দেখিয়েছেন যে প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হল অন্তরঙ্গতা, মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়, আবেগপূর্ণ ব্যবহার এবং সহযোগিতা। প্রাথমিক গোষ্ঠীকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুলে বলেছেন "By primary groups, I mean those groups characterised by intimate face to face association and cooperation. They are primary in several senses but chiefly in that they are fundamental in forming the social nature and ideals of the individual."

অর্থাৎ প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে আমি বলতে চেয়েছি সেইসব গোষ্ঠীর কথা যারা অন্তরঙ্গ মুখোমুখি সম্পর্ক এবং সহযোগিতার দ্বারা যুক্ত থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে তাদের প্রাথমিক বলা যায় কিন্তু মূলতঃ ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতি ও আদর্শ গঠনে তারা মৌলিক ভূমিকা পালন করে। কুলের মতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গোষ্ঠী হল পরিবার। এর পরেই রয়েছে শিশুদের খেলার দল, প্রতিবেশী, বয়স্ক ব্যক্তিদের গোষ্ঠী ইত্যাদি। কুলে বিশ্বাস করেন যে প্রাথমিক গোষ্ঠী হল সার্বজনীন। তাঁর মতে এটি সমাজের উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ে এবং প্রতি সময়ে দেখতে পাওয়া যায়। কুলে গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে আত্মসচেতনতা ও সামাজিক সচেতনতার বিকাশের ফলে 'আমি আমাকে'(I-Me) এবং 'আমরা আমাদের'(Us-We)- এই বোধগুলির জন্ম হয়। আমরা-বোধ (We feeling) হল প্রাথমিক গোষ্ঠীর প্রধান শর্ত। একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে একজন ব্যক্তির আন্তরিক মেলবন্ধন ঘটায় এই আমরা-বোধ; যেমন বলা যায় পরিবারের কথা

প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য: প্রাথমিক গোষ্ঠীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। এগুলি নিম্নরূপ-

প্রথমতঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি আমরা-বোধ দেখা যায়। এটি এই গোষ্ঠীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমরা-বোধ না থাকলে সে গোষ্ঠীকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা যায়না।

দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীর সদস্যগণ একে অপরের সঙ্গে আবেগপ্রবণভাবে যুক্ত থাকে। যেমন বলা যায় পরিবারের কথা; একটি পরিবারের সদস্যগণ পারস্পারিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

তৃতীয়তঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীতে মুখোমুখি সম্পর্ক দেখা যায় এবং এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরা একে অপরের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। প্রাথমিক সম্পর্ক (Direct relationship) এই গোষ্ঠীর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থতঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি হল ব্যক্তিদের একত্র সম্মেলন। এই সম্মেলনে অন্তরঙ্গতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

পঞ্চমতঃ প্রাথমিক গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের সম্পর্ক হল স্বতস্ফর্ত এবং ব্যক্তিগত। কোনো রকম কৃত্রিম সম্পর্কে তারা সম্পর্কিত নয়। সাধারণত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক থাকে। পরিবার ব্যতীত প্রাথমিক গোষ্ঠীর মধ্যে উপরক্ত সম্পর্ক না থাকলেও অকৃত্রিম, নিকট সম্পর্ক দেখা যায়।

ষষ্ঠতঃ সদস্যরা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ। আজীবনকাল ধরে তারা এই সম্পর্ক পালন করে চলেন। যেমন বলা যায় পরিবারের মধ্যে সদস্যরা; যেমন পিতা-মাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার সম্পর্ক সারা জীবন ধরে চলতে থাকে।

সপ্তমতঃ সদস্যগন একে অপরের আবেগ ও অনুভূতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জরিয়ে থাকে।

প্রাথমিক গোষ্ঠী প্রতিটি সমাজের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বলা যায় পরিবারের কথা। পরিবার একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। অনেকগুলি পরিবার মিলিত হয়ে সমাজ গঠিত হয়। সমাজের একক হল পরিবার। পরিবারের মধ্যে ব্যক্তির সর্বপ্রথম সামাজিকীকরণ ঘটে। তাই ব্যক্তির সামাজিক প্রকৃতি ও আদর্শ গঠনে পরিবার মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে, আত্মবিশ্বাস গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কুলে বলেছেন যে প্রাথমিক গোষ্ঠী গুলি হল "মানব স্বভাবের শিশু শিক্ষালয়"।

"Primary groups are "the nursery of human nature"।

শিশু পরিবারের মধ্যেই শিক্ষার প্রথম অধ্যায়টি পড়ে থাকে। প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসেবে পরিবার সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্নেহ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শিশু সততা, সহানুভূতি, বড়দের সম্মান করা ইত্যাদি শিখতে থাকে। ব্যাক্তি চরিত্র গঠনের পাশাপাশি সামাজিক দিক থেকেও প্রাথমিক গোষ্ঠী তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজতাত্ত্বিক গিলিন ও গিলিন বলেছেন যে "Primary groups are the basic of all social life" । অর্থাৎ প্রাথমিক গোষ্ঠী গুলি হল সমাজ জীবনের ভিত্তি।

সমাজতাত্ত্বিক ল্যান্ডিসের মতে প্রাথমিক গোষ্ঠী থেকেই ব্যক্তি তার পার্শ্ববর্তী জগত সম্পর্কে, মানুষ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলির সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতেও প্রাথমিক গোষ্ঠীর অবদান অনন্য।

প্রাথমিক গোষ্ঠী ব্যতীত অধ্যাপক কুলে গৌণ গোষ্ঠীর (secondary group) কথা উল্লেখ করেছেন। গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক প্রাথমিক গোষ্ঠীর বিপরীত। গৌণ গোষ্ঠি গুলি চুক্তিভিত্তিক, রীতিসিদ্ধ, বৈধ,

নৈব্যক্তিক ও যৌক্তিক প্রকৃতির হয়ে থাকে; যেমন আমলাতন্ত্র, সরকার, যেকোনো পেশাদারী সংস্থা, কর্পোরেশন, ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, ক্লাব ইত্যাদি।

গৌণ গোষ্ঠীর মধ্যে গৌণ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক গোষ্ঠীর ন্যায় এরা নিকট আন্তরিক সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাকে দরকার হয় না; বরং তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ বিশেষ প্রয়োজন হয়। সমাজতাত্ত্বিক কিম্বল ইয়ং (Kimball Young) একে (special interest group) স্পেশাল ইন্টারেস্ট গ্রুপ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ "বিশেষ উদ্দেশ্যযুক্ত গোষ্ঠী"। নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ করাই এর লক্ষ্য। যেমন শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলি কেবল শ্রমিকদের স্বার্থ যা তাদের কারখানার সঙ্গে যুক্ত, তাই দেখে থাকে। সামাজিক সমাজের কল্যাণ সাধন করা তাদের লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে না। গৌণ গোষ্ঠীর কতগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করা হল।

গৌণ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য-

১) গৌণ গোষ্ঠিগুলি বিভিন্ন মানবীয় চাহিদা মেটাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে; যেমন দলবদ্ধ হওয়ার চাহিদা, নেতৃত্ব দানের চাহিদা।
২) এই গোষ্ঠীগুলি সমাজে সামাজিক পরিবর্তন ও সমাজ সচেতনতা নিয়ে আসে।
৩) যুক্তিতর্কের মাধ্যমে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বন্ধ করে।
৪) সামাজিক সচলতাকে বৃদ্ধি করে।
৫) ব্যক্তির বিভিন্ন গুণাবলিকে যেমন নৃত্য, সঙ্গীত, অংকন, খেলাধুলা ইত্যাদিকে উৎসাহ দানের ক্ষেত্রেও গৌণ গোষ্ঠি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যেমন বিভিন্ন ক্লাবের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া, স্পোর্টস একাডেমীর মাধ্যমে কোচিং এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

আত্ম-দর্পণ দর্শন- (Looking-Glass-Self): চিন্তাবিদ কুলের অন্যতম প্রধান অবদান হলো আত্ম-দর্পণ দর্শন (Looking glass self)। কুলের মতে মূল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি হলো পরিবার, ভাষা, শিল্প, শিক্ষা, ধর্ম এবং আইনি ব্যবস্থা। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'সমাজের ঘটনা' (Facts of society) বলে অভিহিত করা হয়। কুলে এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণার পর দেখেছেন যে সমাজের এই ঘটনাগুলি আসলে বিভিন্ন ধরনের রীতি নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, অনুভূতি, মনোভাব ভাবাবেগ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনার কেলাসিকরন (Crystallisation of thought)। কুলে বিমুর্ত বিষয় হিসেবে সমাজ, চাহিদার প্রতি দৃষ্টিপাত করার অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ব্যক্তিসমূহের উপর যারা সমাজকে নির্মাণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে প্রতিষ্ঠানগুলি হলো ব্যক্তির মানসিক সৃজন।

সমাজতাত্ত্বিক কুলে তাঁর বিশ্লেষণী দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে আত্ম-দর্পণ দর্শনের তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তাঁর মতে সমাজের নির্ভরযোগ্য ঘটনাগুলি হলো মানুষের কল্পনা শক্তি। তার বই "Human Nature and the Social Order" এ তিনি সামাজিক সত্তার উপর তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। কুলে দুটি প্রাথমিক প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। এই দুটি হল-

প্রথমতঃ মানব মন হলো সামাজিক (The mind is social)
দ্বিতীয়তঃ সমাজ হলো মানবিক (Society is mental)

দুটি প্রস্তাবনার মধ্যে প্রথম প্রস্তাবনাটি বহু সমাজতাত্ত্বিকগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবমনের অন্তরেই সামাজিক সত্তা লুকিয়ে আছে। কুলে তাঁর "Social Organisation" বইতে উল্লেখ করেছেন যে সমাজ ও আত্ম হল **যমজ**। আমরা যখনি একটিকে জানবো তৎক্ষণাৎ অপরটিকেও আমরা জেনে ফেলব। কুলের মতে একটি স্বাধীন ও পৃথক সত্তার উপস্থিতি আদতে একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। কুলের ভাষায় বলা যায় যে-

> "Self and society are twin born, we know one as immediately as we know the other, and the notion of a separate and independent ego is an illusion"।

নিজের সন্তানদের পর্যবেক্ষণ করে কুলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কেবলমাত্র অপর ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতার বা সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই "আত্ম" (self) বা "**ইগো**" (ego) ধারণাটি গড়ে ওঠে। কুলের মতে আত্ম বা "I" সম্পর্কে উপলব্ধি হওয়াই একটি সমস্যা কারণ তাঁর মতে প্রত্যক্ষ অনুকরণ ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আত্মউপলব্ধি গড়ে ওঠে। কুলে তাঁর সন্তানদের বিশেষত তৃতীয় সন্তানের শৈশবের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করার মধ্য দিয়েই আত্ম-দর্পণ দর্শনের **তত্ত্ব** নির্মাণ করেন। তবে কুলের মতে প্রতিটি শিশু একই রকমভাবে কার্যকলাপ করে না।

আত্ম-দর্পণ দর্শন এর তিনটি মূল উপাদান: আত্ম-দর্পণ দর্শন এর তিনটি মূল উপাদান গুলির মধ্যে সমাজ ও আত্ম/ সত্তা হল একটি মুদ্রার দুটি বিপরীত দিক। আমাদের ধ্যান-ধারণা, **চিন্তাভাবনা, মনোভাব, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী**, আস্থা ইত্যাদিকে আমরা একজনের থেকে অপরজনের দিকে বহন করে নিয়ে চলি।

কুলে সর্বপ্রথম দেখালেন যে আত্মধারণা বা আত্মউপলব্ধি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে একটি পদ্ধতির মাধ্যমে। এই পদ্ধতিটি হল অপর ব্যক্তির আমার সম্পর্কে কি মনে করছে তা জানা, ঠিক যেমন আমরা দর্পণ বা আয়নার সামনে **দাঁড়ালে** নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, তেমনি হবে অপর ব্যক্তির মনে আমার সম্পর্কে কি ধারণা হচ্ছে তা দেখা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় আত্ম-দর্পণ দর্শন।

আত্ম-দর্পণ দর্শন এর তিনটি মূল উপাদান হল-

১) অপর ব্যক্তির সামনে আমাদের নিজেদের উপস্থিতি সম্পর্কে কল্পনা।
২) সেই উপস্থিতি সম্পর্কে সেই ব্যক্তির ধারণা।
৩) পরিশেষে একটি আত্মসন্তুষ্টি বা অহংকার এর জন্ম হওয়া।

চার্লস কুলে তাঁর "Human Nature and the Social Order" বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যক্তি আত্ম সম্পর্কে তার ধারণা প্রাথমিক গোষ্ঠীর মাধ্যমে গড়ে তোলে। পরিবার একটি মূল প্রাথমিক গোষ্ঠী। পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির আত্মসচেতনতা ধারণা সর্বপ্রথম গড়ে ওঠে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক তেমনি শিশুর ক্ষেত্রে কুলে লক্ষ্য করেছেন যে অপর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আলাপচারিতার মাধ্যমেই শিশুর মনে আত্ম সম্পর্কে ধারনা গড়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে আত্ম-দর্পণ দর্শনের পদ্ধতির মধ্য দিয়েই একটি শিশুর মনে আত্ম সচেতনতা গড়ে ওঠে। এর মাধ্যমেই তারা বুঝতে শিখেছে কোনটি গ্রহণীয় বা কোনটি গ্রহণীয় নয়; কোনটি ভালো, কোনটি খারাপ; কাকে প্রশংসা করা যায় আর কাকে নিন্দা করা যায়।

সুতরাং কুলে এই এটি পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন যে আমরা নিজেদেরকে অপরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতেই পছন্দ করি। কুলের ভাষায়,

"I am not what I think I am and I am not what you think I am. I am what I think you think I am"।

অর্থাৎ আমি তেমন নয় যেমন আমি নিজেকে ভাবছি এবং আমি তেমন নয় যেমন তুমি আমাকে ভাবছ। আমি হলাম তেমন যেমন আমি ভাবছি যে তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছ।

পরিশেষে কুলে বলেছেন যে আমাদের আত্ম হলো সামাজিক এবং সমাজের উপস্থিতি ব্যতীত আত্মসচেতনতা সম্ভব নয়। তাই বলা যায় যে আত্ম-দর্পণ দর্শন মানুষের প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবনযাপনে কে প্রভাবিত করে চলেছে।

উপসংহার: চার্লস হার্টন কুলের অবদান সমাজতত্ত্বে অনন্য। ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্বে যেমন মূল মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে, কুলে তেমনি সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। কেবল আত্ম-দর্পণ দর্শনের তত্ত্ব নয়, প্রাথমিক গোষ্ঠী ও জৈব বিবর্তনবাদ নিয়ে তাঁর তত্ত্বেও কুলের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। চার্লস কুলে তাঁর তত্ত্বগুলিকে বিভিন্ন গবেষণার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর তত্ত্বগুলি কোনটি দুর্বল নয়। তাঁর গবেষণা ও কাজের পরিধি ছিল ব্যাপ্ত। আত্ম-দর্পণ দর্শন তত্ত্বটির মধ্যে দিয়ে তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদী মানসিকতা ফুটে ওঠে। মনস্তাত্ত্বিক একটি বিষয়কেও তিনি খুব সুন্দরভাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

তাই সমাজতাত্ত্বিক চার্লস কুলে তাঁর বিভিন্ন তত্ত্বগুলির মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। গাঙ্গুলি রামানুজ, (২০১০), তত্ত্ব ও চিন্তাদর্শে সমকালীন সমাজতত্ত্ব, কলকাতা: রিনা বুকস।
২। আব্রাহাম ফ্রান্সিস, (২০০২), মডার্ন সসিওলজিক্যাল থিওরি, নিউ দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
৩। অ্যাডামস সাইদ, (২০০৯), সসিওলজিক্যাল থিওরি, নিউ দিল্লী: ভিস্টার পাব্লিকেশান।
৪। কুলে, সি এইচ, (১৯৬৮), হিউম্যান নেচার আন্ড সোস্যাল অর্ডার, নিউ ইয়র্ক: সকেন প্রেস।
৫। কুলে সি এইচ, (১৯১৮) সোস্যাল প্রসেস, কর্নেল ইউনিভার্সিটি।
৬। কোজার, (২০০৮), মাস্টার অব সোসিওলজিক্যাল থট, নিউ দিল্লী: রাওয়াত পাব্লিকেশান।
৭। রাওয়াত, এইচ কে, (২০০৯), সোসিওলজি- বেসিক কন্সেপ্ট, নিউ দিল্লী: রাওয়াত পাব্লিকেশান।
৮। রিতজার, জর্জ, (২০১১), সসিওলজিক্যাল থিওরি, নিউ দিল্লী: টাটা ম্যাকগ্রো হিল।
৯। সুবার্ট হান্স জোয়াচিম (এড), (১৯৯৮), অন সেল্ফ অ্যান্ড সোশ্যাল অরগানাইজেশান, নিউ ইয়র্কঃ ইউনিভার্সিটি অব চিকাগো প্রেস।